**হিযবুত তাহ্‌রীর-এর**
**বাংলাদেশ**
**মিডিয়া কার্যালয়**

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

*তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।*
*[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]*

HIZB-UT-TAHRIR

নং: ০১/০৩১২০৯

**১৫ জিলহজ্জ, ১৪৩০ হিজরী**
**০৩ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং**

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

**দূর্নীতিবাজ শাসকেরা নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট জব্দ করছে; অথচ তারা নিজেরা জনগণের সম্পদ লুটপাট এবং তাদের সহযোগীদের কালোটাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যস্ত**

গত ২ ডিসেম্বর, ২০০৯ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, সরকার হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশের মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট স্থায়ী ভাবে জব্দ করার পরিকল্পনা করছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় এবং তাদের নির্দেশক্রমে হিযবুত তাহ্‌রীরকে নিষিদ্ধ করার পরপরই ক্ষমতাসীন সরকার ইতিমধ্যে মহিউদ্দীন আহমেদের সকল এ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে। প্রকৃতপক্ষে হিযবুত তাহ্‌রীরের সকল কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করা, দলের মুখপাত্রকে গৃহবন্দী করে রাখা এবং তার ব্যাংক এ্যাকাউন্ট জব্দ করে তার কষ্টার্জিত অর্থ ও প্রাপ্য বেতনভাতা থেকে তাকে বঞ্চিত করার মত ঘৃণ্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ পদক্ষেপগুলো ক্ষমতাসীন সরকারের ইসলাম ও ইসলামের দাওয়াত বহনকারীদের প্রতি চরম বিদ্বেষকেই নগ্ন ভাবে প্রকাশিত করেছে। একদিকে দূর্নীতিগ্রস্থ এই শাসকেরা মুসলিম উম্মাহ'র স্বার্থরক্ষায় সংগ্রামরত নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট জব্দ করছে; আর অন্যদিকে তারা নিজেরা জনগণের সম্পদ ঢালাও ভাবে লুটপাট করছে এবং সেইসাথে তাদের সহযোগীদের দূর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত কালোটাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এ দেশের মানুষ খুব ভালো করেই জানে যে হিযবুত তাহ্‌রীর এবং এর সদস্যরা সৎ ও নিষ্ঠাবান। তারা এটাও জানে যে দেশের খেটেখাওয়া জনগণের সম্পদ ঢালাও ভাবে লুটপাট করা এবং সে সম্পদ বিদেশে পাচার করা দূর্নীতিগ্রস্থ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার গর্ভে জন্ম নেয়া রাজনীতিবিদদেরই আবিস্কৃত পদ্ধতি। এছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তারা যে বিদেশী দুতাবাস ও বড় বড় আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ পেয়ে থাকে এটাও জনগণের অজানা নয়।

যদিও সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল এ সরকার হিযবুত তাহ্‌রীরকে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বস্তুতঃ এটা সর্বজনবিদিত যে হিযবুত তাহ্‌রীর একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল; যারা বুদ্ধিবৃত্তিক-রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং সকল প্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে পদ্ধতিগত ভাবে প্রত্যাখান করেছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হিযবুত তাহ্‌রীরের বুদ্ধিবৃত্তিক-রাজনৈতিক আন্দোলনই সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন ও ইঙ্গ-ভারতীয় মদদপুষ্ট দূর্বল দালাল সরকারগুলোর ভীত কাঁপিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। কাফের-মুশরিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোই নিজেদের হীন স্বার্থরক্ষায় বাংলাদেশ সহ সমস্ত বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদকে ছড়িয়ে দেবার মূলনায়ক। প্রকৃতপক্ষে, এরাই হচ্ছে সত্যিকারের সন্ত্রাসী। এছাড়া দেশের জনগণ এটাও জানে যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আওয়ামী লীগের দূর্ধর্ষ কুখ্যাত দলীয় ক্যাডাররাই ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে সমস্ত দেশব্যাপী তান্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ সন্ত্রাসকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা বন্ধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এদেশের মাটিতে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা এবং সকল সন্ত্রাসবাদের মদদদাতা সাম্রাজ্যবাদীদের চিরতরে এদেশ থেকে বিতাড়িত করা।

ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ'র ইচ্ছায় যখন এদেশের মাটিতে খিলাফত রাষ্ট্র পূণঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, তখন মুসলিম উম্মাহ শুধুমাত্র দূর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের এ্যাকাউন্ট জব্দ করে তাদের হারানো সম্পদই পুণরুদ্ধার করবে না; বরং রাজনৈতিক সন্ত্রাসকে চিরতরে নির্মূলের লক্ষ্যে তারা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করবে এবং সেইসাথে সন্ত্রাস, সহিংসতা ও প্রতারণাপূর্ণ রাজনীতির প্রকৃত মদদদাতা কুচক্রী মার্কিন ও ইঙ্গ-ভারতীয় দুতাবাসগুলোকেও চিরতরে বন্ধ করবে।

**হিযবুত তাহ্‌রীর-এর বাংলাদেশ মিডিয়া কার্যালয়**

mohiuddin.ahmed.iba@gmail.com www.khilafat.org www.hizb-ut-tahrir.info